দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUN 1990

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

ঢাকা ঃ

নয়া বাজেট ।। বিশেষ সাক্ষাৎকার

(১ম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনসহ অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও এজন্য কার্যক্রম মূল্যায়ন বাজেট পদ্ধতি জরুরী ভিত্তিতে চালু হওয়া প্রয়োজন। তাহলে কোন্ খাতে কতো অর্থ ব্যয় হলো এবং কতোটা সুফল পাওয়া গেলো সে আলোকে ব্যয়ের যৌক্তিকতা মিলবে। দুর্নীতি, অপচয় কমবে। বাজেট-শৃংখলা গড়ে উঠবে। ইচ্ছেমাফিক নয়া কর ধার্য করা যাবে না।

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী গতকাল বিকেলে স্বীয় বাসভবনে 'সংবাদ'-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ মত দিয়েছেন। ডঃ মাহতাব বলেন, সরকার যে এতো বিপুল অংকের কর রাজস্ব আদায় করছেন তার বিনিময়ে দেশবাসী কতোটা সুফল পেলো, না পেলো, কেনো পায়নি, বেসরকারীকরণে সুফল কতোটা হয়েছে অথবা আদৌ হয়েছে কিনা তার সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া এ মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন। অধিকাংশ কর রাজস্বই তো দরিদ্র, ভূমিহীন, দিনমজুর, দুঃস্থসহ সাধারণ মানুষ দিচ্ছে (কারণ, অধিকাংশ কর রাজস্বই অপ্রত্যক্ষ এবং তা এদের ওপরই পড়ে সর্বাধিক)। বিনিময়ে তারা কি সুবিধে পেলো, কেনো পেলো না তার হিসেব দেয়ার সময় এসেছে। নইলে জবাবদিহিশূন্য বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো দূরের কথা দেশের চূড়ান্ত অধোগতি অত্যাসন্ন।

তিনি বিশ্বব্যাংকের চাপে মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতি চালুর বিরোধিতা করে বলেন, এ পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে মূল্য সংযোজন যতো হবে কর ততো বেশী হবে। এর ফলে উৎপাদকরা অধিক মূল্য সংযোজন করতে চাইবে না অধিক করের ভয়ে। প্রকৃত উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন না বেড়ে দেশে এসেম্বলিং জাতীয় কলকারখানা গড়ে উঠবে। প্রকৃত শিল্পায়ন বিঘ্নিত হবে, ডেকে আনবে জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি।

এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং মন্দার জন্য গত আট বছর ধরে সরকার অনুসৃত অপরিণামদর্শী আর্থিক, শিল্প ও কৃষিনীতি, আমদানী নীতি দায়ী প্রয়োজনের অতিরিক্ত বল্গাহীন অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি, অপচয়, দুর্নীতি এবং জবাবদিহি-শূন্য বাজেটশৃংখলাহীনতাই সংকটের মূলে।

তিনি বলেন, '৭২-৮১ সময়কালে কৃষি খাতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিলো ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। গত আট বছরে তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৮১-৯০ সময়কালে এ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৬৪ শতাংশে। শিল্পখাতে '৭২-৮১ সালে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিলো ১২ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত আট বছরে তা নাটকীয়ভাবে দ্রুতগতিতে হ্রাস পেয়ে ২ দশমিক ৫৫ শতাংশে ঠেকেছে। '৮৪-৮৫ থেকে '৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বাড়েনি। '৭২-৮১ সময়কালে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি গড় বার্ষিক হার ছিলো ৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। '৮১-৯০ সময়কালে তা হ্রাস পেয়ে ৩ দশমিক ১৯ শতাংশে ঠেকেছে। উৎপাদনশীল কৃষি ও শিল্প খাতের স্থবিরতা সত্ত্বেও এই যৎসামান্য প্রবৃদ্ধিও এসেছে নির্মাণ, বাণিজ্য ও সেবা খাতের রমরমা প্রবৃদ্ধির জন্য।

কৃষি ও শিল্প খাতের এই স্থবিরতার জন্য বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে ভাটার পাশাপাশি সরকারের কৃষি ও শিল্পনীতিকে দায়ী করে তিনি বলেন, '৮০-৮১ সালে জিডিপি'র ১৫ দশমিক ৯১ শতাংশ ছিলো মোট বিনিয়োগ। তা হ্রাস পেয়ে '৮৯-৯০ সালে ১১ শতাংশে ঠেকেছে। একই সময়ে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিনিয়োগই হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ৩ দশমিক ৪ শতাংশে থেকে কমে মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়। জাতীয় সঞ্চয় ৫ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে পড়ে যায় ৪ দশমিক ৩ শতাংশে।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্ত শূন্য অথবা ঘাটতিতে রূপান্তরিত হয়। '৮০-৮১ সালে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিলো ৮৬১ কোটি টাকা, তা হ্রাস পেয়ে '৮৮-৮৯ সালে উল্টো ৪৮৩ কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। বিদায়ী '৮৯-৯০ সালে ৩৮ কোটি টাকার নামমাত্র উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। '৭৬ থেকে '৮১ সময়কালে বার্ষিক রাজস্ব আয় বেড়ে ছিলো গড়ে ২৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। '৮১-৯০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১২ দশমিক ২৪ শতাংশে ঠেকেছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পেলেও সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় গতক' বছরে বাড়ে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুতগতিতে। '৭৬-৮১ পর্বে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার ছিলো ১৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। '৮১-৯০ পর্বে তা বেড়ে ২০ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশেউঠেছে।

নয়া বাজেটে রাজস্ব ব্যয় গতবারের পর্যায়ে সীমিত না রেখে ১০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধির সমালোচনা করে তিনি বলেন, এর ফলে উন্নয়ন ব্যয় কম হবে। অথচ বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ বাড়বে। '৮০-৮১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৭৯ শতাংশ ছিলো বিদেশী সাহায্য, তা বেড়ে বিদায়ী '৮৮-৮৯ সালে ১২৬ দশমিক ৩ শতাংশে ঠেকেছে।

শিক্ষা খাতে নয়া বাজেটে সর্বোচ্চ রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের সরকারী দাবীকে তিনি সংখ্যার সারপ্যাঁচ আখ্যা দিয়ে বলেন, দেশরক্ষা খাতের ১১১১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা বরাদ্দের সঙ্গে বিডিআরের ১৩২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা যোগ করলে অথবা দেশরক্ষা খাতে প্রদত্ত ১০৭ কোটি টাকার ভর্তুকি ধরলে শিক্ষা খাতের বরাদ্দের চাইতে ঢের বেশী হবে।

দেশী পণ্যে কর বেশী

নয়া বাজেটে সর্বাধিক ৩২৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকার নয়া আবগারী শুল্ক দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের ওপর চাপানোর তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, অথচ আগামী বছরে নয়া আয়কর ধরা হয়েছে মাত্র ৩৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা, আমদানী-রপ্তানি শুল্ক ৩৮ কোটি ১৯ লাখ টাকা এবং বিক্রয় কর ১৬১ কোটি ৮১ লাখ টাকা। দেশীয় পণ্যে বিদেশী এমন করনীতি বিশ্বে বিরল।

তিনি বলেন, সরকার বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোর চাপে আমদানীকে উদার ও বাধাবন্ধনহীন করছেন একদিকে, আর দেশীয় পণ্যের ওপর চাপাচ্ছেন বাড়তি করের বোঝা। '৮৬-৮৭ সাল থেকে '৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত গড়ে আমদানী-রপ্তানি শুল্ক বাড়ে ১২ দশমিক ৪৮ শতাংশ। অথচ দেশীয় পণ্যের ওপর আরোপিত আবগারী শুল্ক বাড়ে তারচে' অধিকহারে, গড়ে বছরপ্রতি ২৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এতে দেশীয় শিল্প মার খাচ্ছে। এদেশের কলকারখানা নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগেই নামমাত্র কর দিয়ে আমদানীকৃত সস্তা বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে দেশে কাংক্ষিত শিল্পায়ন হচ্ছে না।

ডঃ মাহতাব বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো রক্ষা করে সর্বাগ্রে। এমনকি উন্নয়নশীল কোনো দেশেও এতো উদার আমদানী নীতি নেই। উদার আমদানী নীতির ফলে আমদানী বিকল্প শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য তিনি জরুরী ভিত্তিতে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিনীতি পুনঃমূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছেন।

চাল-গমের শুল্ক

ডঃ মাহতাব চাল ও গমের ওপর আরোপিত আমদানী শুল্কের বদলে উৎপাদক কৃষকদের উপকরণে ভর্তুকি এবং সহজ শর্তে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের পরামর্শ দিয়ে বলেন, কম দামে উপকরণ ও ঋণ পেলে উৎপাদন খরচ কমে, উৎপাদন বাড়ে। মানুষ কম দামে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কিনতে পারে। '৮২-৮৩ সালে ৬৭ হাজার ৩শ' সেচযন্ত্র বিক্রি হয়। অথচ এসব সেচযন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে বিক্রি কমে যায় দ্রুতগতিতে। '৮৬-৮৭ সালে তা ১৭ হাজার ৯শ'তে নেমে আসে। এ সময়ে কৃষি খাতে বিনিয়োগ হ্রাস পায়, কৃষি ঋণ কমে যায়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ে।